রেল বার্তা

রেল চলাচলে সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করায় পুরস্কৃত পূর্ব রেলের ৪ কর্মী

পূর্ব রেলের অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার সুধীর আগরওয়াল, মুখ্য নিরাপত্তা অফিসার রাম প্রকাশের উপস্থিতিতে ৪ কর্মীর হাতে মঙ্গলবার সুরক্ষা পুরস্কার তুলে দেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার হরিন্দ্র রায়।

স্টাফ রিপোর্টার : পূর্ব রেলের ৪ কর্মীর হাতে ট্রেন চলাচলে সুরক্ষার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করায় তাদের হাতে সুরক্ষা পুরস্কার তুলে দিলেন পূর্ব রেলের জেনারেল হরিন্দ্র রাও। এই উপলক্ষে পূর্ব রেলের সদর দফতর ফেয়ারলি প্লেসে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। এদিন যেসব কর্মীর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় তারা হলেন সিদ্ধেশ্বর গুহ, সুরেন্দ্র প্রসাদ, উমেশ কুমার প্রমুখ।

সিদ্ধেশ্বর গুহ শিয়ালদহ ডিভিশনে মেকানিক্যাল বিভাগের টেকনিশিয়ান। নৈহাটি ইয়ার্ডে গত ১.১২.২০১৭ তে একটি মালবাহী গাড়িকে পরীক্ষার সময় ওই গাড়ির ওয়াগানের কাপলারে কিছু ত্রুটি নজরে আসে তার। সাধারণত এই ধরনের ত্রুটি নজরে পড়ে না। এই গলদ ধরে তিনি যেভাবে গাড়িটিকে সম্ভাব্য দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচান সেইজন্যই তাকে এদিন পুরস্কৃত করা হয়।

সুরেন্দ্র প্রসাদ ও হরেন্দ্র প্রসাদ কামকার শিয়ালদহ ডিভিশনে ট্র্যাক মেন্টেনার্স। কাঁচরাপাড়া ও কল্যাণী স্টেশনের মধ্যে নজরদারির সময় গত ১০.১২.২০১৭ তারিখে কাঁচরাপাড়া স্টেশনের কাছে আপলাইনে ফাটল দেখতে পান তারা। সঙ্গে সঙ্গে তারা অতিরিক্ত ফিসপ্লেট জোড়া দিয়ে ট্র্যাকের সংস্কার করেন। ফলে ট্রেন চলাচল বিপন্মুক্ত হয়।

উমেশ কুমার হাওড়া ডিভিশনের ট্র্যাকম্যান। গত ৬.১২.২০১৭ তারিখে হাওড়া-বর্ধমান কর্ডলাইনে গুড়াপ ও ঝাঁপানডাঙার স্টেশনের মধ্যে আপলাইনে ফাটল দেখতে পান তিনি। উমেশ কুমার সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান। তারপর ব্যবস্থা নেওয়ায় দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে যায় ট্রেনটি।

মঙ্গলবার পূর্ব রেলের সদর দফতর ফেয়ারলি প্লেসে সুরক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির প্রধানদের নিয়ে বৈঠকে বসেন হরিন্দ্র রাও। সেখানে হাজির ছিলেন পূর্ব রেলের ডিআরএমরাও। ওই বৈঠকের পরেই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় রেল কর্মীদের হাতে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় ভারতের কাছে ধাক্কা খেল আমেরিকার সৌরবিদ্যুৎ নীতি

নয়াদিল্লি/জেনেভা,৯ জানুয়ারি : বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় ভারতের কাছে ধাক্কা খেল আমেরিকার সৌরবিদ্যুৎ নীতি। এ নিয়ে আমেরিকার আইনি দাবি খারিজ করেছে ভারত। এছাড়া ভারত তার নিজের সৌরবিদ্যুৎ শিল্পকে বাঁচানোর জন্য নতুন সংরক্ষণ নীতির অনুসন্ধান শুরু করেছে। প্রসঙ্গত, ভারতে সৌর বিদ্যুৎ নীতি বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন স্থানে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। বহু জায়গায় এর ব্যবহারও শুরু হয়েছে। আমেরিকার অনেক আগেই ভারত সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারে এগিয়ে গেছে বলে দাবি করেছে দিল্লি।

গত মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় সৌরবিদ্যুৎ নিয়ে নতুন করে গোল বাধায়। তারা দাবি করে, এই সংক্রান্ত যে নিয়মকানুন রয়েছে তা মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে ভারত। সোলার সেলস এবং মডিউলস জোগান দেয় যেসব বিদেশি সংস্থা ভারত ইচ্ছে করেই তাদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করছে। আমেরিকার দাবি, এই বিভাজন তৈরি করা হচ্ছে পুরোপুরি বেআইনিভাবে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ডব্লুটিও সোমবার একটি বিবৃতি দেয়। ওই বিবৃতিতে দাবি করা হয়, ভারত সৌরশক্তি নিয়ে যে সব নিয়মকানুন রয়েছে তা পরিবর্তন করেছে। এর ফলে এ সংক্রান্ত মার্কিন বাণিজ্য ভিত্তিহীন হয়ে পড়েছে। ভারত সঙ্গে সঙ্গে এই বিবৃতির প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, ওয়াশিংটন কখনওই আইনি ব্যবস্থা নিতে পারে না। কারণ ডব্লুটিও'র পদ্ধতিতে যে পরিবর্তন করা হয়েছে তা দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে ওয়াশিংটনের।

উল্লেখ্য, অচিরাচরিত শক্তি নিয়ে বাণিজ্য বৃহৎ অর্থনীতিগুলির কাছে বরাবরই প্রতিযোগিতার বিষয়। যেহেতু বৃহৎ অর্থনীতিগুলি সাধারণত কয়লা এবং তেলের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে, সে কারণে অচিরাচরিত শক্তি উৎসের উপরও তারা অধিকার কায়েম করতে চায়।

২০১১ সালে ভারত জাতীয় স্তরে তার সৌর কর্মসূচি প্রকাশ করে। এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসাবে পরিচিত ভারত দূষণ সৃষ্টি না করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ব্যবহার চাইছিল। এছাড়া দেশে বিকল্প জ্বালানির উৎস হিসাবে তারা সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের উপরও জোর দেয়।

অথচ ২০১৩ সালে ডব্লুটিও'তে আমেরিকা অভিযোগ করে, ভারতে আমেরিকার সৌর রফতানি ৯০ শতাংশ কমে গেছে। দু'দেশের বাণিজ্য চুক্তি অনুসারে যা সম্পূর্ণ বেআইনি। ডব্লুটিও'র বিচারকরাও জানান, ভারত আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক নীতি ভেঙেছে।

ডব্লুটিও'র এই অভিযোগের উত্তরে দিল্লি ডব্লুটিও'তে জানায়, শুধু মার্কিন প্রতিযোগীরা নয়, সারা বিশ্বের প্রতিযোগিতার হাত থেকে 'সোলার ইন্ডাস্ট্রিকে' বাঁচাতে চায় ভারত। এই কারণে সোলার সেলস, মডিউলস ও প্যানেলসের উপর জরুরি ভিত্তিতে শুল্ক বসানো হয়।

ভারতের এই 'সেফ গার্ড ট্যারিফ' ডব্লুটিও'তেও অনুমোদিত হয়। কারণ ভারতে সোলার ইন্ডাস্ট্রি'র বিরুদ্ধে যে সব হুমকি ছিল তা থেকে উৎপাদনকে বাঁচাতে ডব্লুটিও এই অনুমোদন দেয়। ভারত দাবি করেছে, আমদানিকৃত সৌরশক্তি বাবদ তার বাজারজাত শেয়ারের পরিমাণ ২০১৪-১৫ সাল থেকে ২০১৭-১৮ সাল পর্যন্ত বেড়েছে। অথচ আমেরিকা তাতে থাবা বসাতে চাইছে। ডব্লুটিওতে মার্কিন দাবি খারিজ করেছে দিল্লি।

হিজবুল মুজাহিদিনেই যোগ দিয়েছে আলিগড়ের গবেষক

আলিগড়/শ্রীনগর, ৯ জানুয়ারি : আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের (আমু) জিওলজির গবেষক মান্নান ওয়ানি পাকিস্তানের মাটিতে বেড়ে ওঠা জঙ্গি গোষ্ঠী হিজবুল মুজাহিদিনে যোগ দিয়েছে বলে দাবি করেছেন ওই গোষ্ঠীর প্রধান সৈয়দ সালাউদ্দিন। স্থানীয় মিডিয়ার কাছে এক বিবৃতিতে সালাউদ্দিন বলেছেন, হিজবুলে মান্নানের যোগ দেওয়া প্রমাণ করে দিল ভারতের প্রচার কত অসাড়। ভারত সব সময় প্রচার করে থাকে আর্থিক হতাশা ও কর্মসংস্থানের অভাবেই বেকার যুবকরা কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি গোষ্ঠীতে যোগ দেয়। কিন্তু ওয়ানির ক্ষেত্রে এই দাবি একেবারেই খাটে না। কারণ সে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ছিল। প্রসঙ্গত, উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়াড়া জেলার লোলাবের টিকিপোড়ার বাসিন্দা ওয়ানি গত সপ্তাহ থেকে নিখোঁজ ছিল। সে গত ৬ জানুয়ারি দিল্লি থেকে বাড়ি ফেরে। তারপর থেকেই নিখোঁজ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জঙ্গি গোষ্ঠীতে তার ছবি দেখার পর ওয়ানিকে বহিষ্কার করেছে।

সিনেমা হলে জাতীয় সঙ্গীত বাধ্যতামূলক নয়, আগের নির্দেশ পরিবর্তন শীর্ষ আদালতে

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি : সিনেমা হলে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো নিয়ে আগের নির্দেশ পরিবর্তন করল সুপ্রিম কোর্ট। এর আগে তারা নির্দেশ দিয়েছিল, সিনেমা হলে প্রতিটি মুভি শুরুর আগে জাতীয় সঙ্গীত বাজাতে হবে। ২০১৬ সালে নভেম্বর মাসে সিনেমা হলে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো বাধ্যতামূলক করেছিল শীর্ষ আদালত। কিন্তু ২০১৮ সালে সেই নির্দেশ থেকে সরে এল শীর্ষ আদালত। মঙ্গলবার এক নির্দেশে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, সিনেমা হলে মুভি শুরুর আগে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো আর বাধ্যতামূলক নয়।

প্রসঙ্গত, সিনেমা হলে মুভি শুরুর আগে বাধ্যতামূলকভাবে জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর নির্দেশ প্রত্যাহার করতে শীর্ষ আদালতকে অনুরোধ করেছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। হলফনামা দিয়ে কেন্দ্র জানায়, মন্ত্রীদের নিয়ে এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে একটি গঠন কমিটি করেছে তারা। সেই কমিটি এ সম্পর্কে নতুন নীতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত ২০১৬ সালে ৩০ নভেম্বরে আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক অথচ এই কেন্দ্রীয় সরকারই এক সময় সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে বলেছিল শুধু সিনেমা হলে নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও জাতীয় সঙ্গীত বাজানো বাধ্যতামূলক করা হোক। সুপ্রিম কোর্ট মঙ্গলবার তাদের আগের রায় সংশোধন করে বলেছে, মুভি দেখানোর আগে কোনও সিনেমা হলে যদি জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয় তবে একমাত্র প্রতিবন্ধীরা ছাড়া সকলের উচিত উঠে দাঁড়ানো। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রকে নিয়ে তৈরি একটি বেঞ্চ জানায়, ১২ সদস্যকে নিয়ে মন্ত্রীদের একটি কমিটি গঠন তৈরি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই কমিটি সিনেমা হলে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হবে কি না তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। তার আগে তারা তাদের আগের সিদ্ধান্ত সংশোধন করছে। কেন্দ্রীয় সরকার যেহেতু সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে, তারা কমিটি গঠন করছে, তাই সুপ্রিম কোর্ট তাদের আগের সিদ্ধান্ত সংশোধন করুক। কেন্দ্রের সেই আর্জি মেনে তারা তাদের আগের রায় সংশোধন করছে। মন্ত্রীদের কমিটি এই সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। প্রসঙ্গত, শীর্ষ আদালত তাদের আগের রায়ের প্রতিটি মুভির শুরুর আগে জাতীয় সঙ্গীত বাধ্যতামূলক করলেও পরে তা ব্যাখ্যা করে জানায় জাতীয় সঙ্গীত যদি মুভিরই অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তা চলার সময় উঠে দাঁড়ানো বাধ্যতামূলক নয়। একটি জনস্বার্থ মামলার ভিত্তিতে ২০১৬, ৩০ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট প্রতিটি সিনেমা হলে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো বাধ্যতামূলক করে। তারপর তারা রায় সংস্কার করলেও এ নিয়ে বিতর্ক থামেনি। এভাবে দেশপ্রেম জাগানো সম্ভব কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে অনেকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে বলে বিবেচনা করে কেন্দ্র এবার কমিটির হাতে বিষয়টি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রাজধানী দিল্লিতে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রদীপ জ্বালিয়ে একটি সংসদীয় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন।

শিনা বোরা হত্যা মামলা : ঘটনাস্থল থেকে ফোন করেছিল ইন্দ্রাণী পিটারকে, দাবি গাড়ির চালকের

মুম্বই, ৯ জানুয়ারি : শিনা বোরা হত্যাকাণ্ডের কিছুই তিনি জানতেন না বলে বারবার দাবি করেছেন মিডিয়া ব্যারন পিটার মুখোপাধ্যায়। পিটার আবার এই হত্যাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত ইন্দ্রাণীর স্বামী। সম্প্রতি তাদের দুজনের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ইন্দ্রাণী নিজেই বিচ্ছেদ চেয়েছেন পিটারের বিরুদ্ধে।

এই অবস্থায় তাদের গাড়ির চালক শ্যাম রাই মঙ্গলবার আদালতে যে মন্তব্য করেছেন তা পিটারের পক্ষে স্বস্তিদায়ক নয়। শ্যাম রাই জানিয়েছেন, শিনা বোরার মৃতদেহ যেখানে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয় সেখান থেকেই ফোনে পিটারের সঙ্গে কথা বলেন ইন্দ্রাণী। সর্বশেষ বয়ানে ইন্দ্রাণীর গাড়ির চালক দাবি করেছেন, এই দম্পতি শিনা হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা করে তাকে কার্যকর করতে পরস্পরকে সাহায্য করেছেন।

প্রসঙ্গত, ২০১২ সালে ২৪ এপ্রিল শিনা বোরা হত্যাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় ২০১৫ সালে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। তার সঙ্গে গ্রেফতার করা হয় ইন্দ্রাণীর দ্বিতীয় স্বামী ও গাড়ির চালক শ্যাম রাইকে। পরে গ্রেফতার হন ইন্দ্রাণীর বর্তমান স্বামী পিটার মুখোপাধ্যায়। পুলিশের অভিযোগ, কিশোরী কন্যা শিনা বোরার হত্যা রহস্যে পিটারেরও সরাসরি ভূমিকা থাকতে পারে। ইন্দ্রাণী পরবর্তীকালে বিচারকের কাছে তার আবেদনে বলেছেন, পিটার সম্ভবত গাড়ির চালকের সাহায্য নিয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন।

সংশোধনাগারে লালুপ্রসাদকে পশুপালনের দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব বিচারকের

জালাউন, ৯ জানুয়ারি : পশুখাদ্য মামলায় অভিযুক্ত বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদকে সংশোধনাগারে পশুপালনের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। সোমবার রাঁচিতে সিবিআই বিশেষ আদালতে বিচারক এই প্রস্তাব দিয়েছেন। কোনও কোনও রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, এই মামলায় অভিযুক্ত লালু ও তার ১৬ সঙ্গীকে সংশোধনাগারে বাগানের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। বাগানে একজন মালির মজুরি দৈনিক ৯৩ টাকা।

সিবিআইয়ের বিচারক শিবপাল সিং সোমবার প্রস্তাব করেন লালু প্রসাদ সহ পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় অভিযুক্ত ১৬ দোষীকেই সংশোধনাগারে পশু পালনের দায়িত্ব দেওয়া হোক। কারণ পশুখাদ্য ও অসুস্থ হলে তাদের ওষুধ সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা আছে ওষুধ সম্পর্কে।

দেওঘর ট্রেজারিতে ৮৯ লক্ষ টাকা পশুখাদ্য কেনা সংক্রান্ত দুর্নীতিতে লালুপ্রসাদ ও তার ১৬ সঙ্গীর সাড়ে তিন বছরের জেল হয়েছে। জরিমানা হয়েছে ৫ লক্ষ টাকা, অনাদায়ে আরও ৬ মাস জেল।

লালু অবশ্য সংশোধনাগারে বহাল তবিয়তে রয়েছেন। এই সংশোধনাগারে ছোট ছোট কর্টেজে স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে থাকা যায়। নিজে রান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া পরিবেশ চমৎকার। কিন্তু লালুকে কী দায়িত্ব দেওয়া হবে তা নিয়ে মুখে কুলুপ এটেছেন জেল কর্তারা। জেলের এক মুখপাত্র বলেছেন, এখনই এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হবে না। তাকে কী দায়িত্ব দেওয়া হবে তা জেলের প্রয়োজন অনুযায়ী স্থির করা হবে। এক্ষেত্রে বন্দিদের ইচ্ছা খাটে না।

এর আগে লালুপ্রসাদের ৩৭.৭ কোটি টাকা চাইবাসা ট্রেজারি থেকে তুলে নেওয়ার অপরাধে ৫ বছরের জেল হয়। আড়াই বছর জেলে কাটানোর পর সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পান তিনি। এছাড়া প্রসাদ রাঁচিতে ৩টি'রও বেশি পশুখাদ্য মামলায় অভিযুক্ত। এই মামলাগুলিতে তার বিরুদ্ধে দুমকা ট্রেজারিতে ৩.৯৭ কোটি টাকা, চাইবাসা ট্রেজারি থেকে ৩৬ কোটি টাকা এবং ডোরান্ডা ট্রেজারি থেকে ১৮৪ কোটি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ করা হয়েছে।

কোটি কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে এয়ার হোস্টেসের জেল

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি : জেট এয়ারওয়েজের এক এয়ার হোস্টেসকে দিল্লির এক আদালতের নির্দেশে জেলে পাঠানো হল। ওই এয়ার হোস্টেসের কাছ থেকে পুলিশ বিপুল পরিমাণ মার্কিন ডলার উদ্ধার করে ভারতীয় টাকায় যার মূল্য ৩.২১ কোটি টাকা। হংকং থেকে আসা জেট এয়ারওয়েজের একটি বিমানে এয়ার হোস্টেসের কাছ থেকে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এই টাকা উদ্ধার হয়। প্রথমে তাকে বিচারবিভাগের হেফাজতে দু'দিনের জন্য পাঠানো হয়। কালো টাকার বিনিময়ে ওই এয়ার হোস্টেস বিপুল পরিমাণ সোনা আনে বলে অভিযোগ। তবে তৃণমূলের দাবি, এক বন্ধুর অনুরোধে টাকা নিয়ে আসছিল এয়ার হোস্টেস। তাকে মোট টাকার এক শতাংশ দেওয়ার কথা বলেছিল পাচারকারীরা।

অসমের মরিগাঁওতে মাঘ বিহু উৎসব উপলক্ষে এক কর্মী বাঁশ ও খড় দিয়ে তৈরি করছেন অস্থায়ী কটেজ।

মধ্যপ্রদেশের স্কুলে মিড-ডে মিলে ছাত্রদের দেওয়া হচ্ছে নুন ও রুটি

চট্টারপুর (মধ্যপ্রদেশ), ৯ জানুয়ারি : মিড- ডে মিল নিয়ে ফের অভিযোগ উঠল মধ্যপ্রদেশের চট্টারপুরের সুরজপুরার একটি স্কুলে। এই অভিযোগ শুনে অনেকেরই ভ্রূ কপালে উঠেছে। কারণ মিড-ডে মিলে সেখানে ছাত্রদের দেওয়া ক্যানালের জল এবং তারা খায় নুন ও চাপাটি। ছাত্রদের কোনও ক্লাসঘর নেই। প্রবল ঠান্ডাতেও তারা খোলা মাঠেই তাদের ক্লাস হয়। এমনকি বর্ষা ও গ্রীষ্মেও এই মাঠই তাদের ক্লাসরুম।

মিড-ডে মিল নিয়ে বিভিন্ন স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের কুখাদ্য খাওয়ানো হচ্ছে প্রায়ই কথা ওঠে। অতীতে একাধিকবার এই মধ্যপ্রদেশের সরকারি স্কুলগুলিতেই মিড-ডে মিল নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। ছাত্রদের দেওয়া পানীয় জল এবং নিচু মানের খাবার দিনের আলোর মতোই সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে কী ধরনের খাবার খেতে বাধ্য করা হচ্ছে চট্টারপুরের ছেলেদের। চট্টারপুরের স্কুল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানোর পর তারা ওই স্কুলে যান। চট্টারপুরের জেলাশাসক রমেশ ভাণ্ডারিও অভিযোগ পাওয়ার পর আলাদা করে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করেন। ভাণ্ডারি পরে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ওই স্কুলে মিড-ডে মিলে কিছু অনিয়ম তারা দেখেছেন।

এ নিয়ে ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে। তবে পানীয় জল নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। স্কুল প্রাঙ্গণে অনুমোদিত টিউবওওয়েল থেকে জল খায় তারা। খবরটি পৌঁছেছে শুধু জেলা প্রশাসন নয়, রাজ্যে মহিলা ও শিশু কল্যাণ দফতরে মন্ত্রী অর্চনা চিটনিসের কাছেও। মন্ত্রী জানিয়েছেন, চট্টারপুরের জেলা শাসকের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। এই অনিয়মের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের স্কুল থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এছাড়া সব জেলায় নজরদারি দল গঠন করা হচ্ছে। বিষয়টির উপর নজর রাখবে তারা। প্রসঙ্গত, শুধু মধ্যপ্রদেশ নয়, বিভিন্ন রাজ্যে মিড-ডে মিল নিয়ে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে', স্কুল প্রশাসনের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ রয়েছে। কর্তৃপক্ষ এইসব অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেন।

চট্টারপুরেও জেলাশাসক ও স্কুল শিক্ষার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, স্কুলের ছাত্ররা যাতে মিড-ডে মিলে উপযুক্তমানের খাবার পায় সেদিকে নজর রাখবেন তারা। তারা ছাত্রদের নুন ও রুটি দেওয়ার কথা অস্বীকার করে বলেছেন, কোনও একদিন হয়তো এই ধরনের খাবার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রতিদিন নিয়ম করে এই খাবার খাওয়ানো হয় না। কর্তৃপক্ষ তাদের অযথা ভুল বুঝছেন বলেও দাবি করেছেন।

TENDER NOTICE FOR ELECTRICAL ITEMS FOR GRAM PANCHAYAT KANYAPURAM

QUOTATION NOTICE No. 2-2/GP/KP/2017-18/359
dated 08th Jan, 2018

Sealed Quotation duly signed and superscribed with tender No. and due date and addressed to Pradhan, Gram Panchayat Kanyapuram is invited from the authorized dealers/ Agent, reputed firms/ registered co-operative Societies for Supply of Electrical Items for Gram Panchayat Kanyapuram.

The applicant can be obtained the aforesaid Tender documents from the Office of Gram Panchayat Kanyapuram all working days upto **6th Feb, 2018 at 10.00 AM to 2.00 PM** during office hours on payment of **Rs. 100/-** ,on produce of proof of attested copy of Pan card, certificate of manufacturer/distributer/dealer/Agent and GST registration.

The applicant should submit Technical Bid & Price bid separately, duly signed & sealed. The Technical bid envelop should contain acceptance of terms & conditions and its related enclosures and Price Bid in another envelop. Both the envelops are to be named as "Price Bid" & "Technical Bid" respectively and sealed in a single envelop marking the tender reference on the envelop. The tender submitting their Price bid & Technical bid in a single envelop will be rejected without any further correspondence. The Price bid will be opened on due date after scrutinizing of the Technical bid on the same day. If Technical bid of the tendered is found defective & unsuitable then their price bid will not be opened and their tender will be treated as cancelled.

The Quotation along with EMD of **Rs 10,000.00** (Rupees Ten thousand only) complete in all respect should be placed in the tender box of Gram Panchayat Kanyapuram latest by **10.30 AM** on **7th Feb, 2018.**

Tenders thus received shall be opened on the same day i.e. on 7th Feb 2018 at 11:00 AM in presence of the Quotationers and the Tender opening committee of Gram Panchayat Kanyapuram.

The Pradhan, Gram Panchayat Kanyapuram reserves the right to accept or reject any or all the Quotations without assigning any reasons thereof.

Pradhan
Gram Panchayat Kanyapuram

1236/18